বই তরণী

কখনও হাসায়, কখনও ভাবায়

শ্রেষ্ঠা ঘটক

সময় যত এগিয়ে চলেছে আমরা যেন হাসতে ভুলে যাচ্ছি। গতির সঙ্গে পাল্লা দিতে দিতে প্রতি মুহূর্তে কোথায় যেন হারিয়ে যাচ্ছি আমরা। নিজেদের মনের কথা খুলে প্রকাশ করার অবসরটুকুও যেন আজ নেই আমাদের। কিন্তু তীব্র গতির এই যুগেও অন্যতম প্রয়োজনীয় সবুজ বাতাস বোধহয় আজও অতি গুরুত্বপূর্ণ। সাহিত্যই সম্ভবত পারে জীবনকে তার চেনা ছন্দ থেকে হারিয়ে যেতে না দিতে।

সাহিত্যের আর পাঁচটা বিভাগের মধ্যে অন্যতম রম্য রচনা। 'রম্য রচনা' নামটা হাল আমলের হলেও 'বেলে লেতরস' (Belles Lettres) কিন্তু অনেকদিনের। নাম যাই হোক, 'রম্য রচনা' বা Belles Lettres হল পাণ্ডিত্যপূর্ণ বিচার-বিশ্লেষণ থেকে দূরবর্তী এক লঘুচালের সৃষ্টিমূলক গদ্যরচনা। এতে কোথাও দেখি খানিক গল্পের আভাস আবার কোথাও একটু কাব্যের মাধুর্য, অন্য কোনওখানে আবার হয়তো বা হাস্যপরিহাসের আলিম্পন। নানা খণ্ডের বাহারি সমবায়ে এ এমন এক সৃষ্টি যার কোনও ধরাবাঁধা বা নিশ্চিত কোনও লক্ষ্য নেই। প্রগলভতা ও চাপল্যের খানিক বৈঠকি চালে তা দিব্যি জমে ওঠে।

বাংলা-সাহিত্যে বাংলা কথা বলার সহজ, সরস, মজলিশি ভঙ্গিতে রম্য রচনার অনবদ্য রূপকার সৈয়দ মুজতবা আলি। ভাষা ও ভঙ্গির রম্যতায় অত্যন্ত সাধারণ বিষয়ও তার কলমে অসাধারণ হয়ে উঠেছে। মুজতবা আলির পূর্বসূরিদের মধ্যে বিশিষ্টতম রম্যরচয়িতা সম্ভবত প্রমথ চৌধুরী। শাণিত উইট-এর খরদীপ্তিতে প্রমথ চৌধুরী সৃষ্টি করেছিলেন এক রুচিসম্মত, মূলত বক্রোক্তিনির্ভর রম্য গদ্য। প্রমথ চৌধুরীর কথ্যরীতির সুতীক্ষ্ণ সরসতার ধারাটিই প্রাধান্য পেয়েছিল উত্তরকালের সৈয়দ মুজতবা আলির রচনায়। বাংলা সাহিত্যের এই অতি গুরুত্বপূর্ণ ধারার এক অতি সাম্প্রতিক উদাহরণ 'প্যাঁচফোড়ন'। লেখক উত্তরায়ণ দেব। আধুনিকতার ছোঁয়া রয়েছে প্রতিটি রচনাতে। লেখক জানাচ্ছেন, প্রায় প্রতিটি লেখাই দুই মলাটের মধ্যে সংকলিত হওয়ার আগে প্রকাশিত হয়েছিল একটি দৈনিক পত্রিকায়। প্রতিক্ষেত্রেই পাঠকের ভালোবাসা-ভালোলাগার অন্যতম হাতিয়ার হয়ে উঠেছিল এই লেখাগুলি। সেই থেকেই বই আকারে প্রতিটি লেখাকে আবারও একবার পাঠকের সামনে তুলে ধরার চেষ্টা। সেই চেষ্টা কতটা সফল হল, কতটা ব্যর্থ হল, সে তো অন্য কথা। কিন্তু, এই প্রচেষ্টাকে সাধুবাদ না জানিয়ে উপায় নেই।

প্রতিটি লেখার মধ্যেই রসবোধের উপকরণ লুকিয়ে রেখেছেন লেখক। যেমন, 'হাতি বলে কি মানুষ নয়' বা 'বাহ বাহ ফ্রেন্ডশিপ হ্যাভ ইউ এনি ভুল'-এর মতো রম্য রচনা দু'টিকে তুলে ধরতে পারি। মজার ছলে একটি বিষয় সুন্দর করে তুলে ধরা হয়েছে। যেমন আজকাল জন্মদিন হলে আমরা সংক্ষেপে বলি HBD আবার কাউকে ভালোবাসার কথা জানাতে হলে ILU লিখেই দায় সারার চেষ্টা করি। লেখক বলতে চেয়েছেন দেহ ব্যবসা পৃথিবীর আদি ব্যবসা। রামায়ণ-মহাভারতের পাতাতেও এর উল্লেখ আছে। সেই কথা উল্লেখ করে লেখক বলতে চেয়েছেন, দেহ ব্যবসার মধ্যে একটা ঐতিহ্য আছে। আবার সে কথা বলার পাশাপাশি এই পেশা নাকি আজকাল হোম ডেলিভারিতেও পরিণত হয়েছে বলে বোঝানোর চেষ্টা করেছেন লেখক।

আজকাল কাগজ খুললে একটা বিচিত্র বিজ্ঞাপন চোখে পড়ে। সেটি হল ফ্রেন্ডশিপ বা বন্ধুত্ব করার বিজ্ঞাপন। কেমন সেই বিজ্ঞাপন, কাগজ খুলে একটিবার চোখ বুলিয়ে নিলেই বিষয়টা স্পষ্ট হয়ে যাবে। আর তা না হলে একটিবার এই ছোট্ট বইটার দিকে নজর দেওয়া যেতে পারে।

দু'একটা বাক্য-শব্দ বন্ধনীর মধ্য দিয়ে বিষয়টি সামাজিক ক্ষেত্রে প্রভাব বিস্তার করতে চলেছে, সে কথা বুঝিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করেছেন লেখক। একটি বা দু'টি বিষয় এখানে তুলে ধরা হল। এমনই সব সামাজিক বিষয়গুলোকে গুরুত্ব দিয়ে আলোচনা করার চেষ্টা করেছেন লেখক। উত্তরায়ণের প্রতিটি লেখাই পাঠককে অন্যভাবে ভাবতে বাধ্য করবে।

এবার দ্বিতীয় বইটির আলোচনা। মনে রাখতে হবে, প্রকৃত হাসির খোরাক কিন্তু দেয় সাহিত্য। রস সাহিত্য তারই একটি বিভাগ। ইন্দিরা মুখোপাধ্যায় তাঁর 'স্বর্গীয় রমণীয়' গ্রন্থে সেই রসবোধকে জাগিয়ে তোলার চেষ্টা করেছেন। কুশীলব দেব এবং দেবী বা পুরাণের কথা হাসির ছলে পাঠকের মনে পৌঁছে দেওয়ার চেষ্টা করেছেন লেখিকা। বইটি পড়লে একদিকে যেমন অনেক অজানা-অচেনা তথ্যের দিকে নিজেকে টেনে নিয়ে যাওয়া সম্ভব হবে, ঠিক তেমনই মনের মধ্যে একটা ভালোবাসা বোধ কাজ করবেই। এখানেই বোধ হয় লেখিকার মুনশিয়ানা। মজার ছলে-গল্পের মতো করে অনেক রসহীন তথ্যকে তুলে ধরেছেন লেখিকা।

রসবোধ সৃষ্টি করতে গিয়ে কাউকে বিন্দুমাত্র আঘাত করেননি লেখিকা। কোনও মানুষের ধর্মীয় ভাবাবেগে আঘাত করার বিন্দুমাত্র চেষ্টাও করেননি। এখানেই তাঁর সাফল্য। দেব-দেবীরা যেমন ছিলেন তেমনই আছেন বহাল তবিয়তে স্থূল-সূক্ষ্ম উভয় শরীরে। রাজনীতি-টাজনীতির গন্ধটন্ধ শুঁকতে গেলে বিপদ হতে পারে। তাই আগাম সতর্কতা জানিয়ে রেখেছেন লেখিকা। নিপাট হাসির খোরাক জোগানোর চেষ্টা করেছেন তিনি। যেমন, মহাদেবের নীলের পুজোর দিনটা বরাদ্দ চড়ক বা গাজনের দিনক্ষণ অনুযায়ী, বর্ষশেষের সংক্রান্তির আগের দিন। প্রতি বছর এই নিয়ে দুগ্গার সঙ্গে শিবের বেশ ঠান্ডা লড়াই চলে। দুর্গাও ষষ্ঠীর অংশ, সে কথা কে আর না জানে? শিব-দুর্গার এই কাহিনিকে নতুন আঙ্গিকে তুলে ধরার চেষ্টা করেছেন ইন্দিরা। এ কাজ করতে গিয়ে একটি বারের জন্য ইতিহাস বা পৌরাণিক আখ্যানকে বিকৃত করেননি।

উল্টোরথ নিয়ে ছোট্ট করে এক অন্যরকম গল্পের রূপকথা তৈরি করেছেন লেখিকা। লক্ষ্মীর মন্দিরের বাইরের গল্প আঁকার চেষ্টা করা হয়েছে। দু'একটা কাল্পনিক চরিত্রকে সামনে রেখে মাসির বাড়ির গল্প বলার চেষ্টা বেশ ভালোই লাগে। রথযাত্রা যদি গল্পের বিষয়বস্তু হতে পারে, তা হলে সরস্বতী নন কেন! নদী বা দেবী দুইভাবেই সরস্বতীকে আমরা প্রত্যক্ষ করতে পারি। সরস্বতী নামটাকে সম্বল করে সমাজজীবনের অনেক কথা ফুটিয়ে তুলতে চান লেখিকা। স্বর্গের যে সরস্বতী নামটাকে আমরা পুজো করি, লেখিকা সুন্দরভাবে বুঝিয়ে দিয়েছেন, কীভাবে আজও মর্ত্যের সরস্বতীকে লাঞ্ছনার শিকার হতে হয়। পুরুষশাসিত সমাজে কিভাবে প্রতি মুহূর্তে ক্ষতবিক্ষত হতে হচ্ছে আজকের সরস্বতীদের সে কথা তুলে ধরার চেষ্টা চোখে পড়ে।

পুরাণের চরিত্রগুলোকে তুলে ধরে বাস্তব সমাজের রূপরেখা তৈরির যে প্রচেষ্টা নজরে পড়ে, তার অন্যতম উদাহরণ 'নারদ নারদ' লেখাটি। ত্রিভুবন ঘুরতে ঘুরতে দেবর্ষি নারদ একদিন মহাভারতের পাণ্ডব রাজসভায় এসেছিলেন। নারদ সেখানে এসেছিলেন নিছকই রাজনৈতিক কারণে।

রাজসভায় গিয়ে পাণ্ডবদের প্রশ্ন করলেন, রাজাগণ কেবল অর্থচিন্তাতেই কালাতিপাত করছেন কিনা। অর্থচিন্তার কারণে ধর্মচিন্তায় তাঁদের অনাসক্তি যেন না জন্মে, এই ছিল নারদের চিন্তা। পৌরাণিক কাহিনিকে অবলম্বন করে অনেক সামাজিক রূপরেখাকে তুলে ধরার চেষ্টা চোখে পড়ে এই লেখায়।

আজকের সমাজে একটা বড় সমস্যা জঞ্জাল। নির্মল বাতাস নিতে প্রাতর্ভ্রমণে বের হওয়া শহুরে মাঝবয়সিরা ডাস্টবিনের এই সমস্যার মুখে প্রায়শই পড়েন। কেমনভাবে তাঁর সমস্যার মুখোমুখি হচ্ছেন, কথোপকথনের মাধ্যমে সেই সমস্যার দিকটা তুলে ধরার চেষ্টা করা হয়েছে।

উত্তরায়ণ এবং ইন্দিরা — দু'জনের লেখাতেই যথেষ্ট মুনশিয়ানার ছাপ আছে। হালকা চালেও জীবনের কত গভীর কথা বলা যায়, পাঠক তার স্বাদ পাবেন 'বাছাই প্যাঁচফোড়ন ৫০' এবং 'স্বর্গীয় রমণীয়' গ্রন্থ দু'টিতে। তথাকথিত প্যাকেজিংয়ের সভ্যতার নির্মোকটি খসিয়ে ফেললেই বেরিয়ে আসে সমাজের আসল কদর্য চেহারাটা। জীবনজুড়ে সেই অসঙ্গতিকেই হাসির ছলে তুলে ধরেছেন দুই লেখকই। আর কে না জানে, যাবতীয় অসঙ্গতিই আসলে হাস্যরসের জন্ম দেয়। আর হাসির ঠিক উল্টোপিঠেই কিন্তু অবস্থান অশ্রুর। জীবন এই দুই-কে নিয়েই।

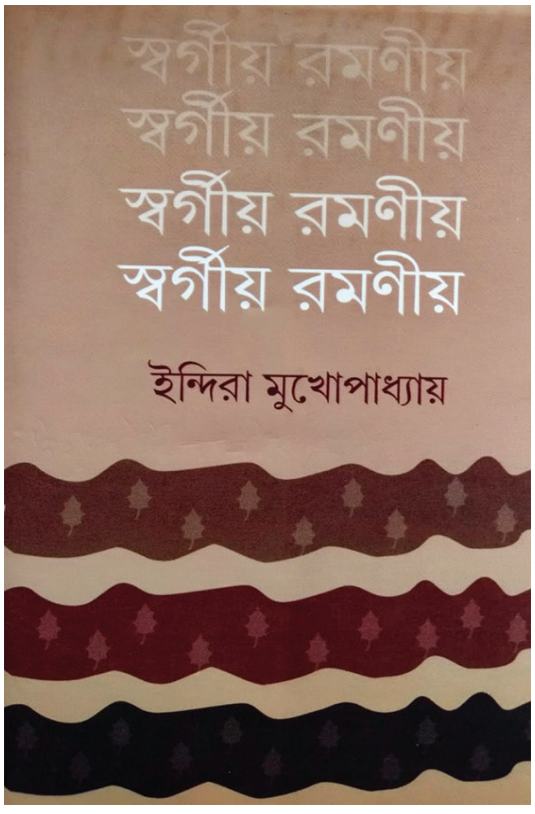

বাছাই প্যাঁচফোড়ন ৫০ ঃ উত্তরায়ণ দেব। পাওয়ার পাবলিশার্স। ২৫০ টাকা
স্বর্গীয় রমণীয় ঃ ইন্দিরা মুখোপাধ্যায়। একুশ শতক। ১০০ টাকা